রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৭, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫.২০৯—বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পশ্চিমাঞ্চলীয় জোন ১-এর চেয়ারম্যান এবং সাবেক সংসদ-সদস্য এ্যাডভোকেট এম আব্দুর রহিম গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

২। এ্যাডভোকেট এম আব্দুর রহিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২১ ভাদ্র ১৪২৩/০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন. এম. জিয়াউল আলম
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২১ ভাদ্র ১৪২৩ / ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পশ্চিমাঞ্চলীয় জোন ১-এর চেয়ারম্যান এবং সাবেক সংসদ-সদস্য এ্যাডভোকেট এম আব্দুর রহিম গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও কর্মজীবনের অধিকারী জনাব এম আব্দুর রহিম ছাত্রাবস্থায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হন। রাজশাহী কলেজের শহীদ মিনার নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনসহ সকল সংগ্রামী কর্মসূচিতে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল অগ্রগণ্য। চুয়ান্ন সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার অভিযানে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে তিনি অংশ নেন। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য তাঁকে অনেকবার কারাবরণ করতে হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করেছেন জনাব রহিম এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও অবিচল আস্থা। তিনি ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশকে যে ১১টি বেসামরিক আঞ্চলিক জোনে ভাগ করা হয় জনাব রহিম ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলীয় জোন ১-এর জোনাল চেয়ারম্যান। তিনি ভারতের পতিরাম, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুরসহ বিভিন্ন এলাকার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সহায়তামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণসহ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও জোরদার করেন সাংগঠনিক তৎপরতা।

পাকিস্তানি সেনাশাসক মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এই সংগঠকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তৎকালীন সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচারক্রমে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে জাতিকে যে একটি আদর্শ সংবিধান উপহার দিয়ে গেছেন সেই সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত ৩৪ সদস্যের কমিটির একজন ছিলেন জনাব এম আব্দুর রহিম। বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন, জনাব রহিম তখন সহ-সভাপতি হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি।

জনাব রহিম ১৯৯১ সালে দিনাজপুর সদর আসন থেকে পুনরায় জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি দীর্ঘদিন দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। জনাব এম আব্দুর রহিম ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ একজন সমাজকর্মী। রাজনীতিকে মানুষের সেবা ও কল্যাণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে সমাজ সেবায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। দিনাজপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল, রেডক্রিসেন্ট হাসপাতালসহ নানা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে তিনি বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

বিশিষ্ট এ নেতার মৃত্যুতে দেশ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, দক্ষ সংগঠক, বিশিষ্ট সমাজকর্মী এবং দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদকে হারাল। রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা এ্যাডভোকেট এম আব্দুর রহিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd